যুগান্তর

তারিখ ... 7 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

মাধ্যমিক স্তরের ১৪টি বই আজ বাজারে পাওয়া যাবে

যুগান্তর রিপোর্ট

মাধ্যমিকের মোট ১৪টি বই আজ বাজারে মিলবে। ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণীর এ বইগুলোর অর্ধকোটি কপি পাইকারি বাজারে ছাড়বেন বলে জানান প্রকাশকরা। তবে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) বলেছে, অর্ধকোটি নয় ৬৫ লাখ বই বাজারে যাচ্ছে। বাকি ৩৮ লাখ বই ১৫ জানুয়ারির মধ্যে পাওয়া যাবে। এনসিটিবি চেয়ারম্যান ড. মছিরউদ্দিন জানান, বাজারে গুজব রটানো হয়েছে, পুরনো বই এবার চলবে না— কথাটি একদম সত্য নয়। নতুন-পুরনোয় কোন পার্থক্য নেই। তিনি বলেন, অধিক মুনাফার লোভে একশ্রেণীর অসাধু প্রকাশক ও বিক্রেতা ফি-বছরই কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি এবং গুজব রটানোর কৌশলের আশ্রয় নেয়। এবার সেই কৌশল আর সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়ার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, যদি কারও বিরুদ্ধে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি বা অন্য কোনভাবে অভিভাবক-শিক্ষার্থী হয়রানির অভিযোগ পাওয়া যায়, তবে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং করছে ৪০ সদস্যের বিশাল এক টিম।

আজ যে ১৪টি বই বাজারে আসছে সেগুলো হচ্ছে— ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের ৯টি (৩টি করে) এবং নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা গদ্য ও পদ্য, ইংরেজি এবং বীজ গণিত ও জ্যামিতি। এনসিটিবির সঙ্গে প্রকাশকদের চুক্তি অনুযায়ী ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ২৫ লাখ, ৭ম শ্রেণীর ২০ লাখ, ৮ম শ্রেণীর ১৮ লাখ এবং নবম-দশম শ্রেণীর ৪০ লাখ বই বাজারে যাবে।

এদিকে নাম প্রকাশ না করে একজন প্রকাশক-নেতা জানান, এনসিটিবি যে ১ কোটি ৩ লাখ বইয়ের অর্ডার করেছে, তাতে এবার চাহিদা মিটবে না। আরও নতুন বই ছাপতে হবে। এ বিষয়কে সামনে রেখেই সোমবার রাতে এনসিটিবিকে আরও ১ কোটি বই ছাপানোর প্রয়োজনের কথা বলা হয়। কিন্তু এনসিটিবি রাজি নয়।

এনসিটিবি চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে বলেন, নতুন আর পুরনো বইয়ের মধ্যে পার্থক্য হল অনুশীলনীতে। আগের বইয়ে অনুশীলনী ছিল। এবার থাকছে না। কেননা এর প্রয়োজন নেই। অনুশীলনীর পরিবর্তে এবার সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা সংযোজন করা হয়েছে। যেহেতু নমুনা থেকে প্রশ্ন করা যাবে না, তাই তা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় আর্থিক বিবেচনায় পুরনো বইও ব্যবহার করা সম্ভব, যেহেতু মূল পাঠে কোন পরিবর্তন নেই। তারপরও প্রয়োজনে ১ কোটি নয়, আরও বেশি ছাপা যাবে।

এনসিটিবি প্রতি বছর মাধ্যমিকের সব বই তিন দফায় বাজারে ছাড়ে। দ্বিতীয় দফায় আরও বেশকিছু বিষয়ের বই ১৫ জানুয়ারি এবং তৃতীয় দফায় ২১ জানুয়ারি বাজারে বই আসছে। চলতি মাসের মধ্যেই সব বিষয়ের বই বাজারে পাওয়া যাবে বলে জানায় এনসিটিবি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

"পাঠ্যপুস্তক ভবন"

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

বিজ্ঞপ্তি নং : বিত-৬৭০/০৫/০৭

তারিখ : ০৫/০১/২০০৯

মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং পুস্তক বিক্রেতাবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ

এতদ্বারা ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্টদের জানানো যাচ্ছে যে, পুরাতন বই ব্যবহার করা যাবে না মর্মে যে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে তা আদৌ সঠিক নয়। ২০০৯ শিক্ষাবর্ষে প্রকাশিতব্য পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। শুধুমাত্র অনুশীলনীতে সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা সংযোজন করা হয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্নের নিয়ম অনুসারে পরীক্ষায় উক্ত প্রশ্ন হুবহু ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণই পরীক্ষার জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন। এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্টদের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। জানুয়ারি মাসেই তিনটি কিস্তিতে সমুদয় পাঠ্যপুস্তক বাজারে পাওয়া যাবে। পাঠ্যপুস্তকের কোনো সংকট সৃষ্টি হবে না বলে আশা করা যায়। এছাড়াও চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত বই পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(প্রফেসর ড. মো: সিরাজুল হক)
সদস্য (পাঠ্যপুস্তক)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

ডিজি-৩১/০৯ (৪"×৩)